# নেকীর দরজাসমূহ

## أبواب الأجور – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

# أبواب الأجور

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ⓒ شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات بالزلفي
أبواب الأجور – بنغالي – الزلفي ١٤٢٦
٤٢ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٤-٧٧- ٨٦٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية )
١-الوعظ والإرشاد ٢- فضائل القرآن أ. العنوان

ديوي ٢١٣ ٢٦/١٤٨٥

رقم الإيداع : ٢٦/١٤٨٥
ردمك : ٤-٧٧- ٨٦٣-٩٩٦٠

أبواب الأجور

# নেকীর দরজাসমূহ

## কুরআনের ফযীলত

### ১। কুরআন মুখস্থ করা

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَّهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَام الْبَرَرَةِ ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ)) [متفق عليه ٤٩٣٧-١٨٦٢]

"যে কুরআন পড়ে আর তার যদি কুরআন মুখস্থ থাকে, তাহলে সে অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে কুরআন পড়ে, কুরআন পড়া তার উপর কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে যদি তার রক্ষণাবেক্ষণ করে (পড়ার যত্ন নেয়) তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ নেকী।" (বুখারী ৪৯৩৭-মুসলিম ১৮৬২)

### ২। কুরআন পাঠ করা

আবূ উমামা বাহেলী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

((اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِه رواه مسلم١٨٧٤

“কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে।” (মুসলিম ১৮৭৪)

৩। কুরআন শেখা ও অপরকে শেখানো

উসমান-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) [رواه البخاري ٥٠٢٧]

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকেও শেখায়।” (বুখারী ৫০২৭)

৪। সূরা ইখলাস

আবূদ্দারদা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟)) قَالُوْا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ [رواه مسلم ١٨٨٦]

“তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে না? সাহাবাগণ বললেন, এক তৃতীয়াংশ কিভাবে পড়বে? তিনি বললেন, ‘ক্বুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ’ হল কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।” (মুসলিম ১৮৮৬)

৫। সূরা নাস ও ফালাক্ব

উক্ববা ইবনে আ’মের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنزِلَتِ اللَّيْلَةَ ؟ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ :قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاس)) [رواه مسلم ١٨١٩]

"আজ রাতে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে তা দেখনি? এর সমতুল্য আয়াত দেখাই যায়নি। তা হলো, 'ক্বুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'ক্বুল আউযু বিরাব্বিন্নাস'।" (মুসলিম ১৮৯১)

৬। সূরা বাক্বারা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِر، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)) [رواه مسلم ١٨٢٤ ]

"তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর থেকে বিতাড়িত হয়, যে বাড়িতে সূরা 'বাক্বারা'র তেলাঅত হয়।" (মুসলিম ১৮২৪)

৭। সূরা 'বাক্বারা' ও 'আল-ইমরান'

আবূ উমামা বাহেলী ল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا

غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافَ، تُحَاجَّانِ عِنْ أَصْحَابِهَا، اقْرَؤُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةَ ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ))

[رواه مسلم ١٨٧٤]

"তোমরা কুরআন পাঠ করো। কারণ, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হয়ে আগমন করবে। আর তোমরা জ্যোতির্ময় দু'টি সূরা 'বাক্বারা' ও 'আল-ইমরান'এর তেলাঅত করো। কারণ, এই সূরা দু'টি কিয়ামতের দিন মেঘের মত ছায়া হয়ে অথবা দু'দল পাখির ন্যায় কাতারবদ্ধ হয়ে আগমন করবে এবং তাদের পাঠকদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে। তোমরা সূরা 'বাক্বারা'র তেলাঅত করো। কারণ, তার তেলাঅতে বরকত আছে। আর তেলাঅত না করাতে আছে অনুতাপ। যাদুকর এর মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়।" (মুসলিম ১৮৭৪)

৮। আয়াতুল কুরসী

উবাই ইবনে কাআ'ব-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আবূ মুনযিরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,

((... يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِيْ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ )) قُلْتُ:﴿ اللهُ لا إِلـهَ إِلاَّ هُـو الحَيُّ الْقَيُّـومُ﴾ فضَرَ-بَ فِيْ صَـدْرِيْ وَقَـالَ : ((﴿وَاللهِ﴾ لَيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ )) [رواه مسلم : ١٨٨٥]

“হে আবূ মুনযির! আল্লাহর কিতাবের তোমার জানা আয়াতের মধ্যে (মর্যাদার দিক দিয়ে) কোন্ আয়াতটি অতীব মহান?” আমি বললাম, তা হলো, ‘আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়উল কায়উম।’ তখন তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বললেন, “জ্ঞান তোমার জন্য মুবারক হোক হে আবূল মুনযির! (মুসলিম ১৮৮৫)

## ৯। সূরা ‘বাক্বারা’র শেষের আয়াত

আবূ মাসউদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) [رواه البخاري]

“যে ব্যক্তি রাতে সূরা ‘বাক্বারা’র শেষের আয়াত দু’টি তেলাঅত করবে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি যথেষ্ট হবে।” (বুখারী ৫০০৯) ‘যথেষ্ট হবে’ কথার ব্যাখ্যায় ইমাম নওবী (রাহঃ) বলেন, রাতে কিয়াম করা থেকে যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন, শয়তান থেকে হেফাযতের জন্য যথেষ্ট হবে। কেউ বলেছেন, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। উল্লিখিত সব অর্থই হতে পারে।

## ১০। সূরা ‘কাহফ’এর প্রাথমিক আয়াতগুলো মুখস্থ করা

আবূদ্দারদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন

((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ))

رواه [مسلم ١٨٨٣] وفي رواية أخرى لمسلم: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ

آخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ))

"যে ব্যক্তি সূরা 'কাহফ'-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জাল থেকে বেঁচে যাবে।" (মুসলিম ১৮৮৩) মুসলিম শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "যে সূরা 'কাহফ'-এর শেষের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে---।"

## মহান আল্লাহর যিকিরের ফযীলত

### ১১। বেশি বেশি মহান আল্লাহর যিকির করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, (( سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ )) قَالُوْا: وَمَا الْمُفَرَّدُوْنَ؟ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: ((الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كثيرًا، وَالذَّاكِرَاتِ)) [رواه مسلم ٦٨٠٨]

"মুফাররাদুণ আগে বেড়ে গেছে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'মুফাররেদুন' কারা? তিনি-ﷺ-বললেন, "তারা হলো, আল্লাহর খুব বেশি বেশি যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিণী নারী গণ।" (মুসলিম ৬৮ ০৮)

১২। আবূ মূসা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, (( مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ )) [متفق عليه ٦٤٠٧-١٨٢٣] و لفظ مسلم: (( مَثَلُ البَيْتِ الَّذِيْ يُذكر اللهُ فِيْهِ،

وَالبَيْتِ الَّذِيْ لا يُذكر اللهُ فِيْهِ ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ ))

"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের যিকির করে, আর যে করে না, এদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম১৮২৩) আর মুসলিম শরীফের শব্দ হলো, "যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয়, আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, এই উভয় ঘরের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

১৩। তাসবীহ পাঠ করা

সা'দ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট উপস্থিত থাকাকালীন তিনি বললেন,

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ: ((يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ)) [رواه مسلم ٦٨٥٢]

"তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারে না? (এ কথা শুনে) উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কেউ এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করবে? তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করবে, তার জন্য এক হাজার নেকী লিখে দেওয়া হবে অথবা এক হাজার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (মুসলিম ৬৮৫২)

১৪। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِيْ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) [متفق عليه ٦٤٠٥-٦٨٤٢]

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশ'বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি' তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনার সমান।" (বুখারী ৬৪০৫-মুসলিম ৬৮৪২)

১৫। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ رَجُلٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ)) [رواه مسلم ٦٨٤٣ ]

"যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, 'সুবহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি' কিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে উত্তম আমল আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার মত বলে থাকবে অথবা তার চাইতে বেশি আমল করে হবে।" (মুসলিম ৬৮৪৩)

১৬। আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيْلَتَانِ فِيْ الْمِيْزَانِ ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)) [متفق عليه ٦٤٠٦-٦٨٤٦]

"এমন দু'টি বাক্য রয়েছে যা জবানে উচ্চারণে খুবই, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী, এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। তা হলো, 'সুবাহা-নাল্লাহি অ বিহামদিহি সুবহা-নাল্লাহিল আযীম'।" (বুখারী ৬৪০৬, মুসলিম ৬৮৪৬)

১৭। আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَأَنْ أَقُوْلَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) [رواه مسلم ٦٨٤٧]

"আমার কাছে 'সুবহানাল্লা-হ অলহামদুলিল্লা-হ অ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অল্লাহু আকবার' বলা পৃথিবীর সবকিছুর থেকেও বেশী প্রিয়।" (মুসলিম)

১৮। আবূ হুরাইরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ، وحَمِدَ اللهَ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، وَ كَبَّرَ اللهَ ثلاثًا وَثَلاَثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَت خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) [رواه مسلم ١٣٥٢ ]

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার 'সুবহানা-ল্লাহ' তেত্রিশবার 'আল হামদুলিল্লা-হ' তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং একশত পূর্ণ করার জন্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' পড়ে, তার

সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" (মুসলিম ১৩৫২)

১৯। 'লা-হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'

আবূ মূসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে বললেন,

((أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ (( قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: (( لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)) [متفق عليه ٦٤٠٩-٦٨٦٨ ]

"আমি তোমাকে এমন একটি বাক্যের কথা বলে দেব না যা হলো জান্নাতের গুপ্ত ধন? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হলো, 'লা-হাউলা অলা কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'।" (বুখারী ৬৪০৯-মুসলিম ৬৮৬৮)

২০। সাইয়েদুল ইস্তিগফার

শাদ্দাদ ইবনে আউস-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((سيد الاستغفار أن يقول: اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

قَالَ: ((وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) [رواه البخاري ٦٣٠٦]

"সাইয়েদুল ইস্তিগফার হলো এই বলা, 'আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী অ আনা আ'বদুকা অ আনা-আ'লা আহদিকা অ ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু আউযু বিকা মিন শাররি মা-সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা' (হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুসারে তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম রয়েছি। আমার কৃত- কর্মের অপকারিতা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদসমূহ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার পাপসমূহকেও স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে দিনে এই দুআটি পাঠ করে এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার পূর্বে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে রাতে এই দুআটি পাঠ করে এবং ঐ রাতেই প্রভাত হওয়ার পূর্বে সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে

সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (বুখারী ৬৩০৬)

## ২১। রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দুআ

উবাদা ইবনে সামিত-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

((مَنْ تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لله ، وَسُبْحَانَ الله ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا ، اسْتُجِيْبَ لَهُ ، فإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ)) [رواه البخاري ١١٥٨]

"যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হলে (উল্লিখিত দুআ) পড়ে, (যার অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি পূত-পবিত্র ও মহান। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কারো ভালো কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি নেই। তারপর সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও) অথবা অন্য কোনো দুআ করে, তাহলে তার দুআ' কবুল করা হয়। এরপর সে অযূ ক'রে নামায পড়লে, তার নামায গৃহীত হয়।" (বুখারী ১১৫৪)

২২। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ’ পাঠ করা

আবূ হুরাইরা-ﷺথেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، في يوم مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)) [متفق عليه ٦٤٠٣-٦٨٤٢]

“যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশতবার বলবে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ’লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর’ সে দশটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান নেকী লাভ করবে। তার জন্য লিখে দেওয়া হবে একশ’টি নেকী এবং তার থেকে দশটি গোনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে দিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তান থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করবে।” (বুখারী ৬৪০৩-মুসলিম ৬৮৪৩)

২৩। আবূ আইয়ূব আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، عَشْرَ مِرَارٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ))

[رواه مسلم ٦٨٤٥]

"যে ব্যক্তি দশবার পড়ে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদীর' সে যেন ইসমাইলের বংশের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করল।" (মুসলিম ৬৮৪৫)

## ২৪। যিকিরের মজলিসের ফযীলত

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ)) رواه مسلم ٦٨٥٥

"যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফেরেশতাগণ ঢেকে নেন, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছ তাদের কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম ৬৮৫৫)

## ২৫। নবীর উপর দরূদ পাঠ করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا)) [رواه مسلم ٩١٢]

“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন।” (মুসলিম ৯১২)

২৬। পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করাঃ

আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرِبَ الشُّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم ٦٩٣٢

“আল্লাহ অবশ্যই তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, যে কোনো কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে।” (মুসলিম ৬৯৩২)

অযূ ও নামাযের ফযীলত

২৭। সুন্দরভাবে অযূ করা

উসমান ইবনে আফফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتىَّ تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ )) [رواه مسلم ٢٤٥]

“যে ব্যক্তি অতীব সুন্দর ও খুব ভালভাবে অযূ করে, তার শরীর থেকে

সমস্ত গোনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়।" (মুসলিম ২৪৫)

২৮। উসমান ইবনে আফফান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ أَتَمَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى ، فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ )) [رواه مسلم ٥٤٧]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মত পরিপূর্ণ অযূ করে, সমূহ ফরয নামায তার গোনাহ মোচনকারী সাব্যস্ত হয়।" (মুসলিম ৫৪৭)

২৯। অযূর পরের দুআটি পাঠ করা

উমার ইবনে খাত্তাব-رضي الله عنهথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ )) [رواه مسلم ٥٥٣]

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরিপূর্ণভাবে অযূ করার পর বলে, 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলুহু' তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সেগুলোর যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসলিম ৫৫৩)

৩০। মুআযযিনের সাথে আযানের শব্দগুলি বলা এবং নবীর উপর দরূদ পাঠ করা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

(( إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) [رواه مسلم ٨٤٩ ]

"যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে, তখন তোমরাও তার সাথে অনুরূপ বলো। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, তার উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন।" (মুসলিম ৮৪৯)

৩১। আযান শেষে দুআ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه البخاري ٦١٤]

"যে ব্যক্তি আযান শেষে বলে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতি ত্তাম্মাতি অসসালাতিল ক্বায়েমাতি আতে মুহাম্মানিল অসীলাতা অলফাযী -লাতা অবআ'ষহু মাক্বামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াত্তাহু' (হে আল্লাহ!

এই পূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, মুহাম্মাদ হকে সম্মান ও উচ্চতম মর্যাদা দান করো। তাঁকে মাক্বামি মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছিয়ে দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো) তার জন্য কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ জরুরী হয়ে যায়।" (বুখারী ৬১৪)

## ৩২। আযানের ফযীলত

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

((لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جنٌ ولا إنسٌ ،ولا شيءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) [رواه البخاري ٦٠٩ ]

"মুআযযিনের আযানের শব্দ মানুষ ও জ্বিন সহ যেসব বস্তুই শোনে, তারা সবাই কিয়ামতের দিন তার হয়ে সাক্ষি দিবে।" (বুখারী ৬০৯)

## ৩৩। মসজিদ তৈরী করা

উষমান ইবনে আফফান-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ--এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। তিনি তাদের জবাবে বললেন,

((إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-يَقُوْلُ: (( مَنْ بَنَى مَسْجِدًا، قَالَ بُكير: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ الله ـ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)) [متفق عليه ٤٥٠-٥٣٣ ]

“তোমরা তো অনেক কিছু বললে, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করবেন।” (বুখারী ৪৫০-মুসলিম ৫৩৩)

৩৪। ইমামের সাথে আমীন বলা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ المَلاَئِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه ٧٨٠-٦١٥]

“নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের অনুবর্তী হবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” (বুখারী ৭৮০-মুসলিম ৬১৫)

৩৫। অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ)) [متفق عليه ٦١٥-٩٨١]

“আর তারা যদি জানতো প্রতিযোগিতার সাথে নামাযে অগ্রিম আসার ফযীলত কত বেশী, তাহলে প্রতিযোগিতার সাথে তারা অবশ্যই আগেই নামাযের জন্য আসত।” (বুখারী ৬১৫-মুসলিম ৯৮১)

৩৬। বাড়িতে অযূ করে মসজিদে যাওয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَطَهَّرَ فِيْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ الله ، لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ الله ، كَانَتْ خُطْوَاتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَة)) [رواه مسلم ١٥٢١]

"যে ব্যক্তি বাড়িতে অযূ ক'রে আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ফরয কার্য-সমূহের কোন ফরয আদায় করার জন্য তাঁর ঘরসমূহের কোনো ঘরের দিকে অগ্রসর হয়, তার এক পদক্ষেপে গোনাহ মাফ হয় এবং অপরটির দ্বারা মর্যাদা-সম্মান উন্নত হয়।" (মুসলিম ১৫২১)

৩৭। মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا،وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ )) قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ الله، قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ)) [رواه مسلم ٥٨٧ ]

"আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের খবর দিবো না যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহ মাফ করেন এবং তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে,

কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে অযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণ করা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটা হলো জিহাদে প্রতিরক্ষার কাজের ন্যায়।" (মুসলিম ৫৮৭)

৩৮। আবূ হুরাইরা-ﷺ- থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ،أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً،كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ))

[متفق عليه ٦٦٢-١٥٢٤]

"কোন ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখেন।" (বুখারী ৬৬২-মুসলিম ১৫২৪)

৩৯। সুন্নত নামায আদায়ের যত্ন নেওয়া

উম্মে হাবীবা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لله كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ،إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)) [رواه مسلم ١٦٩٦]

"যে মুসলিমই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়াও বার রাকআ'ত সুন্নত নামায আদায় করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।" (মুসলিম ১৬৯৬)

৪০। রাতে উঠে নামায পড়া

আবূ হুরাইরা-ﷺথেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ফরয নামাযের পর কোন নামায সর্বোত্তম? তিনি বললেন,

((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ المَكْتُوْبَةِ:الصَّلاَةُ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) [رواه مسلم]

"ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো, মধ্য রাতের নামায।" (মুসলিম ২৭৫৬)

৪১। এশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করা

উষমান ইবনে আফফান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ،وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ)) [رواه مسلم ١٤٩١]

"যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামায পড়ল। আর যে ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করল, সে যেন পূর্ণ রাতই নামায পড়ল।" (মুসলিম)

৪২। সুন্দরভাবে অযূ করে জুমআয় আসা এবং খুৎবা শোনা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوْءَ ،ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ، وَ زِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ)) [ رواه مسلم ١٩٨٧]

"যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ করে। অতঃপর জুমআয় এসে নিশ্চুপে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনে, তার এক জুমআ থেকে আর এক জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলো সহ অধিক আরো তিন দিনের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মুসলিম ১৯৮৭)

৪৩। জুমআর জন্য সকাল সকাল আসা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَقَفَتِ المَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، يَكْتُبُوْنَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ ( أي:المبكر) كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً،ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشاً، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ)) [متفق عليه ٩٢٩-١٩٦٤]

"জুমআর দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান ক'রে আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। আর যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি উঁট কোরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কোরবানী করে। এরপর আগমনকারী তার মত, যে একটি দুম্বা কোরবানী করে। এরপর যে আসে সে হলো মুরগী জবাইকারীর ন্যায়। এরপর যে আসে সে হলো, একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতঃপর ইমাম যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁরা (ফেরেশতারা) তাঁদের দফতর গুটিয়ে

নিয়ে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনতে থাকেন।" (বুখারী ৯২৯-মুসলিম ১৯৬৪)

৪৪। জানাযার নামায পড়া এবং দাফনে শরীক থাকা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ)) قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ))

[رواه مسلم ٢١٨٩]

"যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে নামায পড়া পর্যন্ত থাকে, সে এক ক্বীরাত নেকী পায়। আর যে তাতে শরীক হয়ে কবরস্থ করা পর্যন্ত থাকে, সে দু'ক্বীরাত নেকী পায়।" জিজ্ঞাসা করা হল, দুই ক্বীরাত কি? বললেন, "দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান।" (মুসলিম ২১৮৯)

রোযার ফযীলত

৪৫। ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا،غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ৩৮-মুসলিম ১৭৮১)

৪৬। ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا،غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) [متفق عليه]

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম করে (তারাবীর নামায পড়ে) তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।" (বুখারী ২০০৯-মুসলিম ১৭৮১)

৪৮। শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা

আবূ আইয়ূব আনসারী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ،ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِّنْ شَوَّالٍ،كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)) [رواه مسلم ٢٧٥٨]

"যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন পূর্ণ এক বছরের রোযা রাখল।" (মুসলিম)

৪৮। প্রত্যেক মাসে তিনদিন রোযা রাখা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

((أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاَثٍ،لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ،وَصَلاَةِ الضُّحَى،وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)) [متفق عليه ١٦٧٢-١١٧٨]

আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-) আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকব আমি সেগুলো কখনোও ত্যাগ করবো না।

সেগুলো হচ্ছে, প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখা, চাশতের নামায পড়া এবং বিতর পড়ে ঘুমানো।" বুখারী ১১৭৮-মুসলিম ১৬৭২)

৪৯। আরাফার দিন রোযা রাখা

আবূ ক্বাতাদা-ﷺ- থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ،أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ)) [رواه مسلم ٢٧٤٦]

"আরাফার দিনের রোযা রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে তিনি বিগত এক বছরের ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দিবেন।" (মুসলিম ২৭৪৬)

৫০। মুহাররাম মাসের রোযা রাখা

আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ،أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ)) [رواه مسلم ٢٧٤٦

"মুহাররাম মাসের দশ তারীখের রাখলে আল্লাহর নিকট আশা করি যে তিনি বিগত এক বছরের গোনাহ মাফ করে দিবেন।" (মুসলিম ২৭৪৬)

## فضائل متنوعة

## বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত

৫১। তাওবা করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا،تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)) [رواه مسلم ٦٨٦١]

"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।" (মুসলিম ৬৮৬১)

৫২। হজ্জ ও উমরার ফযীলত

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((العُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةُ)) [متفق عليه ١٧٧٣-٣٢٨٩]

"একটি উমরা অন্য উমরা পর্যন্ত মধ্যবর্তী দিনগুলোর জন্য গোনাহের কাফফারায় পরিণত হয়। আর গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়।" (বুখারী ১৭৭৩-মুসলিম ৩২৮৯)

৫৩। জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নেক আমল বেশি বেশি করা

ইবনে আব্বাস নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((مَا الْعَمَلُ فِيْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِيْ هَذِهِ (( يعني أيام العشر)) قَالُوْا: وَلاَ

الْجِهَادُ؟ قَالَ: (( وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)) [رواه البخاري ٩٦٩ ]

"এই (অর্থাৎ, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের) দিন- গুলোতে যে আমল করা হয় তার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি উত্তম নয়? তিনি বললেন, জিহাদও উত্তম নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র যে নিজের জান ও মাল ধ্বংসের মুখে জেনেও জিহাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না।" (বুখারী ৯৬৯)

৫৪। জ্ঞানার্জন করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((...وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ...)) الحديث [رواه مسلم ٦٨٥٣]

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (মুসলিম ৬৮৫৩)

৫৫। দ্বীনের তত্বজ্ঞান লাভ করা

মুআবীয়া-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ)) [متفق عليه ٧١-٢٣٨٩]

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের তত্বজ্ঞান দান করেন।"

৫৬। আল্লাহর দিকে আহ্বান করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى،كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ،لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا)) [رواه مسلم ٦٨٠٤ ]

“যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে, সে তাদের সমান প্রতিদান পায়, যারা তার অনুসরণ করে। তবে অনুসরণকারীদের নেকী থেকে কোনো কিছু কম করা হয় না।” (মুসলিম ৬৮০৪)

৫৭। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান

আবূ সাঈদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ،فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ)) [رواه مسلم ١٧٧]

“তোমাদের কেউ যখন কোন অন্যায় কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা প্রদান করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে, তবে যেন মুখের (কথার)দ্বারা তা রোধ করার চেষ্টা করে। যদি সে এ ক্ষমতাও না রাখে, তবে যেন অন্তর দিয়ে এ কাজকে ঘৃণা করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।” (মুসলিম ১৭৭)

৫৮। বেশী বেশী সালাম প্রচার করা

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী করীম-ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন,

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ،وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ،عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)) [متفق عليه ٦٢٣٦-٦٢٣٦]

"তোমার-ﷺ-কে খাদ্য-ﷺ-কে দান করা এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে তোমার সালাম করা। (বুখারী ৬২৩৬-মুসলিম ১৬০)

৫৯। আল্লাহর নিমিত্তে ভালবাসা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِي،الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ)) [رواه مسلم ٦٥٤٨]

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, কোথায় সেই সব লোকেরা, যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করেছিলো। আজ আমি আমার সুশীতল ছায়ায় তাদের আশ্রয় দিবো। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই নেই।" (মুসলিম ৬৫৪৮)

৬০। সত্যবাদিতা অবলম্বন করা

আব্দুল্লাহ-ﷺ-বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا)) [متفق عليه ٦٠٩٤-٦٦٣٩]

"তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন করো। কেননা, সত্যবাদিতা নেকীর পথ দেখায়। আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্য বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর নিকট সত্যবাদী নামে অভিহিত হয়।" (বুখারী ৬০৯৪-মুসলিম ৬৬৩৯)

৬১। সুন্দর চরিত্রের মালিক হওয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলতেন,

((إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا)) [متفق عليه ٣٥٥٩-٦٠٣٣]

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যার চরিত্র সব থেকে উন্নত।" (বুখারী ৩৫৫৯-মুসলিম ৬০৩৩)

৬২। সহাস্য হওয়া

আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে বললেন,

((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوْفِ شَيْئًا،وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ)) [رواه مسلم ٦٦٩٠]

"কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ গণ্য করো না, যদিও তা তোমার কোনো

ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার কাজও হয়।" (মুসলিম ৬৬৯০)

৬৩। কোমল স্বভাবের হওয়া

জারীর-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ)) [رواه مسلم ٦٥٩٨]

"যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম ৬৫৯৮)

৬৪। রোগীকে দেখতে যাওয়া

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর আযাদ করা গোলাম সাওবান-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا،لَمْ يَزَلْ فِيْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ)) قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((جَنَاهَا)) [رواه مسلم ٦٥٥٤]

"যে ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা করে।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর! 'খুরফা' কি? তিনি বললেন, জান্নাতের ফল পাড়া।" (মুসলিম ৬৫৫৪)

৬৫। ধৈর্য ধারণ করা

আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ، وَلاَ أَذىً،

وَلاَ غَمٍّ حَتَّى ـ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ـ إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [متفق عليه ٥٦٤١-٦٥٦٨]

"মুসলিম বান্দাকে যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতা ও কষ্ট পৌঁছে, এমন কি কাঁটা বিঁধলেও তার কারণে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন।" (বুখারী ৫৬৪১-মুসলিম ৬৫৬৮)

## ৬৬। ভালো কাজ পেশ করা

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযীআল্লাহু আনহুমা) নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন,

((كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ)) [رواه البخاري ٦٠٢١ ومسلم ٢٣٢٨]

"প্রত্যেক ভাল কাজ সাদক্বায় পরিণত হয়।" (বুখারী ৬০২১-মুসলিম ২৩২৮)

## ৬৭। কষ্ট দূর করা

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) [رواه مسلم ٦٨٥٣]

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহের মধ্যে থেকে কোন একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট

লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট লাঘব করে দিবেন।" (মুসলিম ৬৮৫৩)

৬৮। আবূ ক্বাতাদা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أن يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ)) [رواه مسلم ٧٥١٢]

"যে ব্যক্তি চায় যে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন, সে যেন কোন অভাবীর কষ্ট দূর করে দেয় অথবা তাকে যেন মাফ করে দেয়।" (মুসলিম ৭৫১২)

৬৯। এতীমের দেখাশুনা করা

সাহল ইবনে সা'দ-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى)) [رواه البخاري ٦٠٠٥]

"আমি ও এতীমের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এতদূর ব্যবধানে থাকব। তারপর তিনি নিজের তর্জনি ও মধ্যমা আঙ্গুলী দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন।" (বুখারী ৬০০৫)

৭০। বিধবা ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ)) [متفق عليه ٥٣٥٣-٧٨٦٨ ]

"বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর পথের জিহাদকারীর সমতুল্য। অথবা ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত, যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত, যে রোযা ছাড়ে না।" (বুখারী ৫৩৫৩-মুসলিম৭৪৬৮)

৭১। মুসলিমদের জন্য দুআ করা

আবূদ্দারদা-ﷺ-বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলছেন,

((دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ ـ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ـ مُسْتَجَابَةٌ،عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ،وَلَكَ بِمِثْلٍ)) [رواه مسلم]

"কোন মুসলিম তার ভায়ের অবর্তমানে তার জন্য নেক দুআ করলে তা কবুল হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, যখনই সে তার ভায়ের জন্য নেক দুআ দুআ করে, তখনই ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যেও অনুরূপ।" (মুসলিম ৬৯২৯)

৭২। আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়া

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺকে

বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَن يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ،أَوْ يُنْسَأَ فِيْ أَثَرِهِ،فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি চায় যে তার রুযীতে প্রসারতা আসুক অথবা তার বয়স বাড়িয়ে দেওয়া হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়ে।" (মুসলিম)

৭৩। সাদক্বা করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ،ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) [متفق عليه ٧٤٣٠-٢٣٤٢]

"যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরের মূল্য পরিমাণ দান করে,-আল্লাহর নিকট তো হালাল বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু পৌঁছে না-তবে আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা তার দানকারীর জন্য বৃদ্ধি করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবককে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে একদিন তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (বুখারী ৭৪৩০-মুসলিম ২৩৪২)

৭৪। পরিবারের উপর ব্যয় করণে নেকীর আশা রাখা

আবূ মাসউদ আনসারী-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)) [متفق عليه ٥٣٥١-٢٣٢٢]

"যখন মুসলিম তার পরিবারের উপর কোনো কিছু ব্যয় করে এবং তাতে সে নেকীর আশা রাখে, তখন তার জন্য তা সাদক্বায় পরিণত হয়।" (বুখারী ৫৩৫১-মুসলিম ২৩২২)

৭৫। মেয়েদের লালন-পালন করা

আনাস ইবনে মালিক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا،جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ)) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، [رواه مسلم ٦٦٩٥]

"যে ব্যক্তি সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত দু'জন মেয়ের উপর ব্যয় ক'রে তাদের লালন-পালন করে, আমি এবং সে কিয়ামতের দিন এই (আঙ্গুল গুলো যেমন একে অপরের সাথে মিলে আছে ঠিক সেই) ভাবে মিলে উপস্থিত হব।" তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন। (মুসলিম ৬৬৯৫)

৭৬। সাদক্বা জারীয়া

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ [رواه مسلم ٤٢٢٣]

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের নেকী জারী থাকে। সাদক্বায়ে জারীয়া, ফলপ্রসূ ইলম এবং সুসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" (মুসলিম ৪২২৩)

## ৭৭। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া

আবূ হুরাইরা নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন,

((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ،وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ،فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)) [متفق عليه ٦٥٢-٤٩٤٠]

"এক ব্যক্তি পথ চলার সময় পথে একটি কাঁটার ডাল দেখতে পেলে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল। ফলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" (বুখারী ৬৫২-৪৯৪০)

## ৭৮। সুস্থতা ও অবসরের মূল্য দেওয়া

ইবনে আব্বাস (রাযীআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ:الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ)) [رواه البخاري ٦٤١٢]

"দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অনেক মানুষই প্রতারিত। তা হল, সুস্থতা ও অবসর।" (বুখারী ৬৪১২)

## ৭৯। সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরলে নেকী পাওয়া যায়

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ)) [رواه البخاري ٦٤٢٤]

"আমার সেই মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত আর কোনো প্রতিদান নেই, যার দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকে প্রিয় বস্তু আমি কেড়ে নিই এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে।" (বুখারী ৬৪২৪)

## ৮০। সাত শ্রেনীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন

আবূ হুরাইরা-ﷺ- থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ ـ تَعَالَى ـ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ،وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) [متفق عليه ١٤٢٣-٢٣٨٠]

"সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তারি হলো) ন্যায়পরায়ণ শাসক, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত

হয়। সেই ব্যক্তি অন্তর মসজিদেরসমূহের লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদি আকৃষ্ট থাকে) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসান উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি কোনো কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে এমনভাবে গোপন করে যে, তার বাম হাতও জানতে পারে না ডান হাত যা দান করে। আর এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে ও তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যায়।" (বুখারী ১৪২৩-মুসলিম ২৩৮০)

৮১। আল্লাহর নিমিত্তে কারো যিয়ারত করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

((أَنَّ رَجُلاً زَارَ أخاً لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا (أي: أَقْعَدَهُ عَلَى الطَّرِيْقِ يَرْقُبُهُ ) فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أُرِيْدُ أَخاً لِيْ فِيْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِن نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ:لاَ، غَيْرَ أَنِّيْ أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ:فَإِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ)) [رواه مسلم ٦٥٤٩]

"এক ব্যক্তি তার ভাইকে দেখার জন্য অন্য এক গ্রামে গেল। আল্লাহ

তা'য়ালা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন করলেন। সে ব্যক্তি যখন ফেরেশতার কাছে পৌঁছলো, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার এক ভাইকে দেখা করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তার উপর তোমার কি কোন অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান তার কাছ থেকে আশা করো? সে বললো, না। আমি শুধু আল্লাহর জন্য তাকে ভালবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, আল্লাহ তোমাকেও ভালবাসেন, যেমন তুমি তোমার ভাইকে তাঁরই জন্য ভালবাস।" (মুসলিম ৬৫৪৯)

## ৮২। শির্ক থাকা দূরে থাকা, যদিও তা স্বল্প হয়

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ)) [رواه مسلم ٢٧٠ ]

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে এই অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেছিল, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম ২৭০)

৮৩। টিকটিকি হত্যা করা

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوْنَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذَلِكَ)) [رواه مسلم ٨٥٤٧]

"যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি মারতে সক্ষম হবে, তার নেকীর খাতায় একশত নেকী লিখে দেওয়া হবে।" আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে, প্রথম থেকে কম নেকী পাবে এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে, তার চেয়েও কম পাবে।" (মুসলিম ৮৫৪৭)

৮৪। অব্যাহতভাবে কোন নেক আমল করা, যদিও তা স্বল্প হয়

আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমলের মধ্যে কোন্ আমলটি আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়? তিনি বললেন,

((أدوَمُها وإن قلَّ)) [متفق عليه ٦٤٦٥-١٨٢٨]

"এমন আমল যা অব্যাহতভাবে করা হয়, যদিও তা স্বল্প হয়।" (বুখারী ৬৪৬৫-মুসলিম ১৮২৮)

৮৫। ইসলামে (সাব্যস্ত) কোন ভাল সুন্নতের প্রচলন সৃষ্টি করা

জারির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شيءٌ)) [رواه مسلم]

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল সুন্নতের প্রচলন সৃষ্টি করবে, সে তার বিনিময় পাবে এবং তারপরে যারা সেই সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে তাদের বিনিময়ও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ সুন্নত চালু করবে, তার উপর এর (মন্দ সুন্নতের পাপের) বোঝা চাপবে এবং তারপরে যারা সে সুন্নতকে পালন করবে তাদের বোঝাও তার উপর চাপবে, তবে তাদের বোঝা থেকে কিছুমাত্র কম করা হবে না।" (মুসলিম ২৩৫১)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কুরআনের ফযীলত | ৫ |
| কুরআন শেখা ও অপরকে শেখানো | ৬ |
| আয়াতুল কুরসীর ফযীলত | ৮ |
| সূরা ‘কাহফ’এর প্রাথমিক আয়াতগুলো মুখস্থ করলে | ৯ |
| আল্লাহর যিকিরের ফযীলত | ১০ |
| তাসবীহ পাঠ করা | ১১ |
| সাইয়েদুল ইস্তিগফার | ১৪ |
| রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দুআ | ১৬ |
| যিকিরের মজলিসের ফযীলত | ১৮ |
| পানাহারের পর আল্লাহর প্রশংসা করা | ১৯ |
| অযূর পরের দুআটি পাঠ করলে | ২০ |
| আযানের ফযীলত | ২২ |
| মসজিদ তৈরী করা | ২২ |
| অগ্রিম নামাযের জন্য যাওয়া | ২৩ |
| মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদচারণা | ২৪ |
| সুন্নত নামায আদায়ের যত্ন নিলে | ২৫ |
| সুন্দরভাবে অযূ করে জুমআয় আসা এবং খুৎবা শোনা | ২৬ |
| জুমআর জন্য সকাল সকাল আসা | ২৭ |
| জানাযার নামায পড়া এবং দাফনে শরীক থাকা | ২৮ |
| শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা | ২৯ |
| আরাফার দিন রোযা রাখ | ৩০ |

| | |
|---|---|
| মুহাররাম মাসের রোযা রাখা | ৩০ |
| হজ্জ ও উমরার ফযীলত | ৩১ |
| দ্বীনের তত্বজ্ঞান লাভ করা | ৩২ |
| আল্লাহর দিকে আহ্বান করা | ৩৩ |
| বেশী বেশী সালাম প্রচার করা | ৩৪ |
| সত্যবাদিতা অবলম্বন করা | ৩৪ |
| রোগীকে দেখতে গেলে | ৩৬ |
| কষ্ট দূর করা | ৩৭ |
| এতীমের দেখাশুনা করলে | ৩৮ |
| মুসলিমদের জন্য দুআ করা | ৩৯ |
| আত্মীয়তার সম্পর্ক জোড়লে | ৩৯ |
| সাদক্বা করার ফযীলত | ৪০ |
| পরিবারের উপর ব্যয় করার ফযীলত | ৪০ |
| মেয়েদের লালন-পালন করা | ৪১ |
| সাদক্বা জারীয়া | ৪১ |
| রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া | ৪২ |
| সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য ধরার ফযীলত | ৪৩ |
| আল্লাহর নিমিত্তে কারো যিয়ারত করা | ৪৪ |
| শির্ক থেকে দূরে থাকা, যদিও তা স্বল্প হয় | ৪৫ |
| টিকটিকি হত্যা করার নেকী | ৪৬ |
| অব্যাহতভাবে কোন নেক আমল করা | ৪৬ |
| ইসলামে (সাব্যস্ত) কোন সুন্নত চালু করলে | ৪৬ |